AvB fxi weRq, Mvddvi †PŠaixi AwZ-D”Qvm Ges beRvMiY

W. dRjj nK ˆmKZ

বাংলাদেশে প্রথম নারী হিসেবে সিটি করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ডা. সেলিনা হায়াত আইভী। তিনি আওয়ামী লীগের কর্মী ও নেত্রী হওয়া সত্ত্বেও দলের মনোনয়ন পাননি। তবে নারায়ণগঞ্জের মানুষ তাঁকে নির্বাচিত করেছেন। এটি ছিল আইভীর স্বপ্নপূরণের নির্বাচন; শামীমের সাম্রাজ্যে নতুন পতাকা নিয়ে সাহসী পদক্ষেপের প্রথম মহড়া। এই নির্বাচনের ফলাফল কেবল আইভীকে বিজিত করেছে এমন নয়, বরং পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের একগুয়েমি ও সমর্থন প্রকাশে অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজদের প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে জনগণ তাঁদের রায় দিয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রার্থী প্রত্যাহার এবং নির্বাচন প্রত্যাখ্যান আইভীর জয়কে সুনিশ্চিত করেছে। কাজেই আইভীর জয় ক্ষমতাসীন (ক্ষমতাসীনই বটে; দায়িত্বশীল নয়– তাদের আচরণ ও কার্যকলাপে তো এমনটাই প্রমাণ হয়েছে) রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এবং শান্তিকামী মানুষের স্বপক্ষে একটি বিরল ও অবশ্যস্মরণীয় উদাহরণ। জনতার রায় যে সবকিছুকে পাল্টে দিতে পারে; ক্ষমতার দম্ভকে যে ধুলায় লুটিয়ে দিতে পারে, এই নির্বাচন ও তার ফলাফল সে বিষয়টিকেই কেবল সরলভাবে সকলের চোখের সামনে নিয়ে আসে। ফ্যাসিবাদ-আগ্রাসনবাদ ও সম্প্রসারণবাদের অন্তরালে যে গণতন্ত্রের বীজ লুকিয়ে থাকে, তারই বহির্প্রকাশ নারায়ণগঞ্জের নগর নির্বাচন।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়– কোনো কোনো মহল এবং ব্যক্তি আইভীর বিজয়কে আওয়ামী লীগের বিজয় হিসেবে দেখছেন। অথচ, আমরা সরল চোখে দেখতে পাচ্ছি– আইভীকে তার দল মনোনয়ন দেয়নি; বরং আপস করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শামীম ওসমানের পক্ষে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিল। ডা. সেলিনা হায়াত আইভী দলের শীর্ষ প্লাটফরম ও ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ না করে, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজের বিরুদ্ধে জনতার বাসনাকে পুঁজি করে নির্বাচনে লড়েছেন। কাজেই তাঁর এই বিজয় ও সাফল্য দলের ঝোলায় কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না। তাঁর সাফল্যের সবগুলো বারান্দা কেবল নারায়ণগঞ্জের স্বস্তি-প্রত্যাশী মানুষের উঠানে উঠানে ঠাঁই পেতে পারে। কারণ এখানে ভোটাধিকারের ও ভোটারের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়েছে। আইভীর পক্ষে সমর্থন দিয়ে পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ পেশিশক্তির বিপক্ষে নিজেদের সরব ও স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থান ঘোষণা করেছে। ভুল সিদ্ধান্ত নিলে কী ফলাফল হতে পারে, তা বুঝবার জন্য আইভীর বিজয় এবং শামীম ওসমান তথা আওয়ামী লীগের পরাজয় একটি বড় শিক্ষার সোপান হতে পারে। আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এটিকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দলটির জন্য আগাম শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করেছেন। আওয়ামী লীগের আরেক সিনিয়র নেতা ওবায়দুল কাদের মনে করেন এই ফলাফল রাজনীতিকদের জন্য নতুন বারতা বয়ে নিয়ে এসেছে। আর কেউ কেউ বলেছেন "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তির জয়" (*দৈনিক সমকাল*, ১ নভেম্বর ২০১১)।

প্রবাসী বাংলাদেশী ও প্রখ্যাত কলাম লেখক আবদুল গাফফার চৌধুরী লিখেছেন– "আজ থেকে ৩৭ বছর আগে– ১৯৭৪ সালে নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের প্রখ্যাত নেতা আলী আহমদ চুনকা। তিনি দলের মনোনয়ন পাননি। কিন্তু বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছেই আনুগত্য প্রকাশের জন্য ছুটে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন– আমি তোমাকে মনোনয়ন দেইনি; কিন্তু দোয়া দিয়েছি।... চুনকাকন্যা ডা. সেলিনা হায়াত আইভী প্রত্যাশিতভাবেই তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। তিনি পারিবারিকভাবে, ব্যক্তিগতভাবে আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। দলের দুর্দিনে তার পতাকা বহন করে নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারপারসন নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। তাঁর সততা ও দক্ষতার সুনাম আছে। তবু দল তাঁকে নাসিকের মেয়র নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়নি। বাবার মতোই তিনি দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি।...প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ বৈঠক থেকে মাত্র দেশে ফিরেছেন।... আইভী যখন গণভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাবেন, তখন তাঁকে

বুকে জড়িয়ে বলবেন– তোমাকে মনোনয়ন দিতে পারিনি, কিন্তু দোয়া দিয়েছি।...এবার ৫৩তম কমনওয়েলথ বৈঠকের প্রধান থিমই ছিল নারীর ক্ষমতায়ন।...এই বৈঠকে শেখ হাসিনা কমনওয়েলথের আরো দুজন নারী প্রধানমন্ত্রীর (অস্ট্রেলিয়া ও ত্রিনিদাদ-টোবাগো) সঙ্গে বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন।... এবারের কমনওয়েলথ বৈঠকে নারীর ক্ষমতায়ন-সংক্রান্ত থিমের সাফল্য প্রমাণ করার জন্যই যেন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র সির্বাচনে ডা. আইভীর এই বিপুল জয়।...বাংলাদেশের নেতানেত্রীদের মধ্যে শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে বিশ্বাসী। নাসিকের মেয়র নির্বাচনে ডা. আইভীর সাফল্যে সে জন্যই তিনি খুশি হবেন বলে আমার ধারণা। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরও একটি বড় স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।" ("ডা. আইভীকে অভিনন্দন : অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও", *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১ নভেম্বর ২০১১) উদ্ধৃতিটি বেশ লম্বা হওয়ায় পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি; গাফফার চৌধুরী সাহেবের অকারণ হাসিনাপ্রীতি, অতি-উচ্ছ্বাস আর হালকা মেজাজ বুঝবার আর বোঝাবার জন্য এই পাঠটুকু জরুরি ছিল। আমার মনে হয়, জবান আবদুল গাফফার চৌধুরী পরগাছা কলামিস্ট– বিদেশের নিরাপদ মাটিতে বসে, দুনিয়ার সব সুখ-স্বস্তি-শান্তির বাতাসে গা ভাসিয়ে, তার পক্ষে, এরকম হালকা কথা বলাটা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। আমরা যারা প্রতিনিয়ত শত ঝামেলা, অস্বস্তি-অশান্তি আর অনিশ্চয়তার মধ্যে দেশের মাটিতেই দিনযাপন করছি– তাদের জন্য এই ধরনের বক্তব্য কোনো সুখবর বয়ে আনে না। কারণ আমরা বাস্তবতার মধ্য দিয়ে পথ পারি দিচ্ছি। উপভোগ করছি আনন্দ-যাতনার শাঁস ও শস্য!

প্রিয় পাঠক, খেয়াল করুন– একজনের প্রতি সমর্থন, অন্যজনের জন্য দোয়া! বাহ্! আর সেলিনার লক্ষাধিক ভোটে জয়লাভ করার প্রত্যাশাটা কে বুকে ধারণ করেছিলেন– শেখ হাসিনা না-কি আবদুল গাফফার চৌধুরী? আর যে নারী তাঁর প্রিয় দলের দুর্দিনে (গাফফার সাহেবের বিবৃতি অনুযায়ী) দলের পতাকা হাতে ঠাঁয় দাঁড়িয়েছিলেন, তার প্রতি কী সম্মান প্রদর্শন করেছে তাঁর দলটি– বিশেষ করে দলের এই সুদিনে! তাঁর সততা আর দক্ষতাকে কেন সমর্থন দেওয়া গেল না? কোন শক্তির কাছে সব সত্য পরাজিত হলো? আর, জনাব গাফফার চৌধুরী, আপনার কাছে বিনীত জিজ্ঞাসা– শেখ হাসিনা আইভীকে নিয়ে কী স্বপ্ন দেখেছিলেন?– কীভাবে তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণের পথ তৈরি করেছিলেন? জানি, এসব প্রশ্নের জবাব মেলা ভার। তবে এ কথা ঠিক যে, চুনকা ও আইভীর উদারতা যেমন দেশবাসীর সামনে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনই, নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনের দুটি ঘটনায়, শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ হাসিনার রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা প্রমাণিত হয়েছে।

নির্বাচনের পর শামীম ও আইভীর সাথে সাক্ষাৎকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন– "আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই নারায়ণগঞ্জে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা দেখিয়ে দিয়েছি নারীর ক্ষমতায়ন। সেখানে বিজয়ী হয়েছে একজন নারী।" বাহবা! জনগণের সাথে কী নিদারুণ লুকোচুরি খেলা! নারীকে প্রকাশ্যে মনোনয়ন না দিয়ে, আপন সিদ্ধান্তের পরাজয়ের পর, নারীর জন্য কী অপরিসীম মমতা প্রকাশ! নারী হয়ে নারীর পক্ষে যে প্রধানমন্ত্রী (দলের প্রধান হিসেবে) শক্ত অবস্থান নিতে পারেননি, তাঁর মুখে এমন বাণী কেমন শোনায়? আমরা জানি এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য অস্ট্রেলিয়া সফরে ছিলেন। তিনি আইভীকে অভিনন্দন জানিয়ে আরো বলেন– "একজন নারী প্রার্থী নির্বাচন করে জিতে এসেছেন, আমরা একজন নারী মেয়র পেয়েছি, এটাও একটা বড় বিষয়। অস্ট্রেলিয়ায় এবার প্রথমবারের মতো নারী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, সেখানকার গভর্নর নারী এবং পার্থে নারী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। সেখানে সফরের সময়ে তাদের বলেছিলাম, আমরাও হয়তো এবার একজন নারী মেয়র পেতে যাচ্ছি।" একথা ঠিক যে, অনেক শঙ্কা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করেছে। তবে তাদের এই অবস্থান পরিবর্তন আমাদেরকে বিস্মিত করেছে; বোকা বানিয়েছে। অবশেষে সর্বকিছুকে সামলে নেওয়ার চেষ্ঠা আর দলীয় ফায়দা ওঠানোর এই অপচেষ্টা আর যাই হোক জাতির জন্য কোনো কল্যাণের বারতা বহন করে না।

তবে আনন্দের ব্যাপার হলো– আওয়ামী লীগের অনেকে এমনকি দলটির প্রধান ব্যক্তি বিজয়ী মেয়র অইভীকে নিজেদের দলের মানুষ বললেও আইভী নিজেকে আওয়ামী লীগের নয়, জনগণের মেয়র

হিসেবে পরিচয় দিতে চেয়েছেন (*দৈনিক সমকাল*, ১ নভেম্বর ২০১১)। শিক্ষিত-সৎ ও যোগ্য জননেত্রী হিসেবে আইভী যে পরীক্ষিত মানুষ, তাঁর এই অভিব্যক্তিই তা স্পষ্ট করে তোলে।

আমরা সকলেই অবগত আছি- এক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সেলিনা হায়াত। জনগণের বিশ্বাস ও চাওয়া-পাওয়ার হিসাবকে বিবেচনায় রেখে তিনি মাঠে নেমেছেন। মায়ের প্রেরণা আর বাবার পথ পালন ও অনুসরণ করে আজকে বিজয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন আইভী। জয়ের মালা পড়েছেন গলায়। তাঁর গলার বাইরের আবরণটি হয়তো কোমল, কিন্তু ভেতরে তা অনেক কঠিন। প্রবল চাপকে উপেক্ষা করে লড়াই করার পরামর্শ ও পাঠ নিয়েছেন মায়ের কাছে- শৈশবে ও তারুণ্যে। আর বাবার কাছে শিখেছেন অন্যায়ের কাছে, ভুল সিদ্ধান্তের সাথে আপস না করার প্রেরণা ও সাহস। আমার মনে হয়, বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতির গতি পাল্টাতে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পারে ডা. আইভীর এই সাফল্য। পরিবর্তনকামী তরুণসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের সহযোগিতা সাথে নিয়ে নতুন মেয়র হয়তো তৈরি করবেন ভিন্ন কোনো স্বপ্নরাজ্যের গল্পমালা। ১৪ নভেম্বর ২০১১ বেসরকারি টেলিভিশন *আরটিভি* আয়োজিত ও প্রচারিত ডেমোক্রেসি বিষয়ক একটি টকশোতে নবনির্বাচিত মেয়র বলেছেন, তিনি শপথ গ্রহণের পর নতুন ভোটারদের নিয়ে সভা করবেন, তাদের প্রত্যাশার কথা জানবেন- নতুন প্রজন্ম কী ধরনের নারায়ণগঞ্জ দেখতে চায়, তা বুঝবার চেষ্টা করবেন। নতুন মেয়রের এই পরিকল্পনা অবশ্যই ইতিবাচক। যাদের প্রতিনিধি তিনি, তাদের চাওয়া-পাওয়ার যোগ-বিয়োগ করবেন, তাদেরই ইচ্ছা ও পরামর্শের আলোকে- এমনটাই স্বাভাবিক। বাহিনীতন্ত্র যে কোনো রাজনীতিকে সুস্থ ধারায় পথ চলতে সহায়তা করে না, তা আমরা জানি। জনগণের দাবি ও প্রত্যাশা বাহিনীর কালো রুমাল কিংবা শক্ত লাঠির কাছে কোনোদিন পরাজিত হবার নয়- এই চিন্তাকে আইভী সমর্থন করেন। তিনি বলেছেন- “আমার কোনো বাহিনী থাকবে না” (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১ নভেম্বর ২০১১)। কিন্তু আমাদের দেশে কী আঞ্চলিক কী জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের চর্চা আজও আরম্ভ হয়নি। সেলিনা হায়াত আইভী সে না-হওয়া রাজনৈতিক চর্চা শুরু করবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আর এখান থেকেই নতুন পাঠের অভিযাত্রার দরোজা খুলে যেতে পারে। জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পারে পরিবর্তনের হাওয়া। শামীম-হাজারীদের ভয়াল থাবার ভুবনে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির জয়নিশানা প্রতিষ্ঠা করতে হলে হয়তো আমাদেরকে আরও কিছু কাল অপেক্ষা করতে হবে; পারি দিতে হবে আরও খানিকটা কণ্টকাকীর্ণ পথ!

নাসিক নির্বাচন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শেখ হাসিনা সম্বন্ধে সাংবাদিক ও কলামলেখক আবদুল গাফফার চৌধুরী অন্যত্র বলেছেন- “হাসিনা এখনও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতিতে শিবরাত্রির সলতে। এই একটি ক্ষেত্রে ড. কামাল হোসেন, ড. ইউনূস বা আর কেউ তার জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারেননি। তাই হাসিনা যত ভুল-ত্রুটিই করুন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের মানুষের জন্য তার পেছনে সমর্থনদান ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। সাংবাদিক হিসেবে আমিও তার রাজনীতির অনেক কিছু সমর্থন করতে পারি না, তারপরও তাকে সমর্থন করতে হয়। তার কারণ, হাসিনার বিকল্প তো খালেদা জিয়া এবং তার সহচর যুদ্ধাপরাধী জামায়াত হতে পারে না। দেশটাকে কি তপ্ত কড়াই থেকে আগুনে ঠেলে দেব?” (“নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের একটি পোস্টমর্টেম”, *দৈনিক যুগান্তর*, ১৪ নভেম্বর ২০১১)

এককালের জনপ্রিয় নেতা ও নারায়ণগঞ্জের পৌরপিতা আলী আহমদ চুনকার কন্যা আইভীর প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন! পাশাপাশি সস্তা কথার ডালি নিয়ে, সুবিধার সবটুকু পাবার প্রত্যাশায় যারা চোখে কালো চশমা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের অন্ধকার (রাজনীতির আলোটুকুকে দেখতে না পেয়ে!) বারান্দায়, তাদের প্রতি সামান্য করুণাটুকু আপাতত প্রদর্শন করতে চাই। বুদ্ধিবৃত্তিকে, সাংবাদিকের বা লেখকের কলমকে যারা টাকা ও খ্যাতি লাভের উপকরণরূপে ব্যবহার করতে চান, তাদের প্রতি যৎসামান্য উপেক্ষাও বরাদ্দ রাখতে ইচ্ছা পোষণ করি। আর পরিশেষে, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী সেলিনা হায়াত তাঁর কাজ ও পরিকল্পনা দিয়ে বিশেষ করে তাঁর এলাকাবাসীকে এবং বৃহত্তর অর্থে ও পরিসরে জাতিকে অগ্রগতির পথে ধাবিত হবার অনুপ্রেরণা ও শক্তি যোগাবেন এই কামনা।

ড. ফজলুল হক সৈকত, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কবি-কথানির্মাতা-প্রাবন্ধিক; রেডিও সংবাদ পাঠক; কলামলেখক।
ই-মেইল: snue90@yahoo.com, fsaikat26@gmail.com, ফোন: ০১৮২৪৫১৬০৮৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন